নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি-১৪১, সড়ক-১২, ব্লক-ই, বনানী
ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন: ৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সার্বিক সংকলন ও সম্পাদনায়:
মো. হাবিবুর রহমান, ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

সম্পাদনা সহযোগী:
মোরশেদা আক্তার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

বিষয় ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন:
সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো আ.ব.ম রাশেদুজ্জামান, মোহাম্মদ হোসেন, মো. গোলাম মোস্তফা এবং মো. মনিরুল ইসলাম জাহিদ

প্রকাশ: জুলাই ২০১১

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি- ১৪১, সড়ক- ১২, ব্লক- ই, বনানী
ঢাকা- ১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮-০২-৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

সেবাখাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের অন্যতম কারণ একদিকে তথ্যের অবাধ প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা ও অন্যদিকে সাধারণ জনগণের অনেকেরই মৌলিক অধিকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য এবং আইন ও বিধি অনুযায়ী করণীয় সম্পর্কে যথার্থ ধারণার ঘাটতি। এ প্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে স্থানীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

টিআইবি এর সহযোগিতায় সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে সংগঠিত ও সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সনাক তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক (Advice and Information Desk, AI-Desk) কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে বিনামূল্যে তথ্য ও পরামর্শ সেবা দিয়ে অধিকার সচেতন ও ক্ষমতায়ন করে তোলার কাজ করছে। এ কাজের অংশ হিসেবে এ তথ্যপত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তথ্যপত্র কোনো গবেষণা প্রতিবেদন নয়। এটি মূলত কোনো চলমান বিষয় ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন, নির্ধারিত ফি ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংক্ষিপ্তভাবে প্রশ্ন-উত্তর আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান আইন/বিধিমালা/প্রবিধানমালা/প্রজ্ঞাপন/নীতিমালা ইত্যাদি জনগণকে কী অধিকার দিয়েছে এ বিষয়েও প্রশ্ন-উত্তর আকারে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্যপত্রের উল্লিখিত কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যার সাথে মূল আইন বা তার অধীন প্রণীত বিধিমালা, সরকারি গেজেট, প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নিয়মকানুনের সাথে তারতম্য হলে মূল আইন বা তার অধীন প্রণীত বিধিমালা, সরকারি গেজেট, প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নিয়মকানুনকে প্রাধান্য দিতে হবে। যেহেতু তথ্যপত্রে তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সকল বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তাই কোনো আইনী প্রক্রিয়ায় যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই মূল আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, সরকারি গেজেট ও প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি অনুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

বর্তমান সংস্করণটিতে উল্লিখিত তথ্যসমূহ জুন ২০১১ পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা, আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, সরকারি গেজেট, প্রজ্ঞাপন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণটির সংশোধনের জন্য সম্মানিত পাঠক মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

তথ্যপত্রটি জনগণের ক্ষমতায়নে এবং সেবাপ্রাপ্তিতে দুর্নীতি ও হয়রানি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন

যে সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে

১. প্রশ্ন: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন কী ? ১
২. প্রশ্ন: নারী ও শিশু নির্যাতন দমনে এ পর্যন্ত কী কী আইন প্রণীত হয়েছে ?.....১
৩. প্রশ্ন: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন - ২০০০ অনুযায়ী কোন কোন অপরাধ নারী ও শিশু নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত ?.....১
৪. প্রশ্ন: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অনুযায়ী নবজাতক শিশুর সংজ্ঞা কী ? ১
৫. প্রশ্ন: শিশুর সংজ্ঞা কী ?.....২
৬. প্রশ্ন: নারীর সংজ্ঞা কী ? ২
৭. প্রশ্ন: কোন আইনে নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত অপরাধের অভিযোগ গঠন, তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তি করা হবে ? ২
৮. প্রশ্ন: ট্রাইবুনাল কী ? ২
৯. প্রশ্ন: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের বিচারক কে হবেন ?.....২
১০. প্রশ্ন: কয়জন বিচারক সমন্বয়ে ট্রাইবুনাল গঠিত হবে ? ২
১১. প্রশ্ন: প্রত্যেক জেলায় কয়টি ট্রাইবুনাল থাকবে ?.....২
১২. প্রশ্ন: আমলযোগ্য অপরাধ কী ?.....২
১৩. প্রশ্ন: 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ - এর অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ কি আমলযোগ্য ? ২
১৪. প্রশ্ন: অপরাধের অভিযোগ কার নিকট করতে হবে ? ২
১৫. প্রশ্ন: কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাজিস্ট্রেটের করণীয় কী ?..... ৩
১৬. প্রশ্ন: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করা যাবে কী ? ৩
১৭. প্রশ্ন: নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত অপরাধে কি জামিন পাওয়া যাবে ?..... ৩
১৮. প্রশ্ন: ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে কি ?..... ৩
১৯. প্রশ্ন: কতদিনের মধ্যে বিচারকার্য শেষ করতে হবে ?..... ৩
২০. প্রশ্ন: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিচারকার্য শেষ করতে না পারলে করণীয় কী ? ৩
২১. প্রশ্ন: অভিযোগকারীর পক্ষে কে মামলা পরিচালনা করবে ?..... ৩
২২. প্রশ্ন: পলাতক আসামিদের হাজির করার ক্ষেত্রে ট্রাইবুনালের ভূমিকা কী ? ৪
২৩. প্রশ্ন: জামিনে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি পলায়ন করলে তার বিচার কীভাবে হবে ? ৪
২৪. প্রশ্ন: রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার করা যাবে কি ? ৪
২৫. প্রশ্ন: শিশু অপরাধী কিংবা শিশু সাক্ষীর ক্ষেত্রে কোন আইন অনুসরণ করতে হবে ? ৪
২৬. প্রশ্ন: ট্রাইবুনাল প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশ কে অনুমোদন করবে ?..... ৪
২৭. প্রশ্ন: দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি কী ?..... ৪
২৮. প্রশ্ন: নারী পাচার ও পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য বা নিয়োজিত করার শাস্তি কী ?..... ৫
২৯. প্রশ্ন: শিশু পাচারের শাস্তি কী ?..... ৫
৩০. প্রশ্ন: নবজাতক শিশু চুরির শাস্তি কী ?..... ৫
৩১. প্রশ্ন: নারী ও শিশু অপহরণের শাস্তি কী ?..... ৫
৩২. প্রশ্ন: মুক্তিপণ আদায়ের শাস্তি কী ?..... ৫
৩৩. প্রশ্ন: ধর্ষণের শাস্তি কী ? ৫
৩৪. প্রশ্ন: ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যুর শাস্তি কী ?..... ৫
৩৫. প্রশ্ন: পুলিশ হেফাজতে কোনো নারী ধর্ষিতা হলে পুলিশের শাস্তি কী ?..... ৫
৩৬. প্রশ্ন: ধর্ষণের ফলে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান কী ?.....৬
৩৭. প্রশ্ন: যৌনপীড়নের শাস্তি কী ? ৬
৩৮. প্রশ্ন: নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনার শাস্তি কী ? ৬
৩৯. প্রশ্ন: যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শাস্তি কী ?.....৬
৪০. প্রশ্ন: ভিক্ষাবৃত্তি বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে শিশুকে অঙ্গহানি করার শাস্তি কী ? ৬
৪১. প্রশ্ন: সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে কোন ধরনের বাধা-নিষেধ রয়েছে ? ৭
৪২. প্রশ্ন: সংবাদমাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের শাস্তি কী ? ৭
৪৩. প্রশ্ন: অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতি কী ? ৭
৪৪. প্রশ্ন: অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের ক্ষেত্রে কে অর্থ আদায় করবে ?..... ৭
৪৫. প্রশ্ন: মিথ্যা মামলা কিংবা ভুল অভিযোগ দায়েরের শাস্তি কী ? ৭

৪৬. প্রশ্ন: নারী বা শিশুকে কখন নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা যাবে ? ৭
৪৭. প্রশ্ন: এই আইনে কোনো অপরাধের তদন্ত কতদিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে ? ৭
৪৮. প্রশ্ন: এই আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন্ অবস্থায় জামিন পাবেন না ? ৮
৪৯. প্রশ্ন: এই আইনে মামলার বিচারকালে বিচারক বদলির ক্ষেত্রে কি হবে ? ৮
৫০. প্রশ্ন: মামলার বিচারের সময় বিচারক বদলি হলে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কী হবে ? ৮
৫১. প্রশ্ন: ট্রাইবুনাল কি অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে পারবে ? ৮
৫২. প্রশ্ন: ট্রাইবুনাল কী কারো নিকট জবাবদিহি করবে ? ৮
৫৩. প্রশ্ন: অপরাধের শিকারগ্রস্ত ব্যক্তির কী কোনো মেডিকেল পরীক্ষা হবে ? ৮
৫৪. প্রশ্ন: মেডিকেল পরীক্ষার ক্ষেত্রে কর্তব্যরত ডাক্তারের কর্তব্য কী ? ৮

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন

১. প্রশ্ন: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন কী ?

উত্তর: নারী ও শিশুর প্রতি অব্যাহত ও ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও নির্যাতন বন্ধ এবং অপরাধীর দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন হচ্ছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন।

২. প্রশ্ন: নারী ও শিশু নির্যাতন দমনে এ পর্যন্ত কী কী আইন প্রণীত হয়েছে ?

উত্তর: ১৯৮৩ সালে নারী নির্যাতন নিরোধকল্পে 'The Cruelty to Women (Deterrent Punishment), Ordinance 1983' শিরোনামে একটি আইন প্রণীত হয়। অতঃপর ১৯৮৮ সালে ৩৭ নং আইন দ্বারা ১৯৮৩ সালের উক্ত অধ্যাদেশে কিছু সংশোধনী আনা হয়। দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৫ সালের ১৮ নং আইন দ্বারা 'The Cruelty to Women (Deterrent Punishment), Ordinance 1983' রহিত করা হয় এবং 'নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) - আইন, ১৯৯৫' প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু উক্ত আইনটির দুর্বলতা, অস্পষ্টতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতার কারণে নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত অপরাধগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নানা রকম অসুবিধা দেখা দেয়। সে কারণে এ আইন বাতিল করা হয়। পরবর্তী সময়ে নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০' প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনেও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হওয়ায় ২০০৩ সালের ৩০ নং আইন দ্বারা ২০০০ সালের আইনে কতিপয় সংশোধনী আনা হয়।

৩. প্রশ্ন: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন - ২০০০ অনুযায়ী কোন কোন অপরাধ নারী ও শিশু নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত ?

উত্তর: নিম্নোক্ত অপরাধসমূহ নারী ও শিশু নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত:

ক. দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোনো নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটানো বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করা বা আহত করা,

খ. নারী ও শিশু পাচার,

গ. পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা,

ঘ. নবজাতক শিশু চুরি,

ঙ. নারী ও শিশু অপহরণ,

চ. মুক্তিপণ আদায়,

ছ. ধর্ষণ,

জ. পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণ,

ঝ. যৌনপীড়ন,

ঞ. আত্মহত্যায় প্ররোচনা,

ট. যৌতুক, এবং

ঠ. ভিক্ষাবৃত্তি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে শিশুর অঙ্গহানি।

৪. প্রশ্ন: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অনুযায়ী নবজাতক শিশুর সংজ্ঞা কী ?

উত্তর: এই আইন অনুযায়ী নবজাতক শিশু অর্থ অনূর্ধ্ব চল্লিশ দিন বয়সের যে কোনো শিশু।

৫. প্রশ্ন: শিশুর সংজ্ঞা কী ?
উত্তর: শিশু হচ্ছে অনধিক ষোল বছরের কোনো ব্যক্তি।

৬. প্রশ্ন: নারীর সংজ্ঞা কী ?
উত্তর: যে কোনো বয়সের নারীই নারী বলে গণ্য হবে।

৭. প্রশ্ন: কোন আইনে নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত অপরাধের অভিযোগ গঠন, তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তি করা হবে ?
উত্তর: কোন অপরাধের অভিযোগ গঠন, তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির নিয়মাবলি প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে বিচারকারী ট্রাইবুনাল একটি দায়রা আদালত হিসেবে গণ্য হবে।

৮. প্রশ্ন: ট্রাইবুনাল কী ?
উত্তর: প্রচলিত আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অস্পষ্টতা, দুর্বলতা কিংবা দীর্ঘসূত্রতার কারণে অনেক সময় ন্যায়বিচার নিশ্চিত ও অপরাধ দমন করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে যুগোপযোগী ও কার্যকর আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ অপরাধ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিধিবদ্ধভাবে গঠিত আদালতই হচ্ছে ট্রাইবুনাল।

৯. প্রশ্ন: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের বিচারক কে হবেন ?
উত্তর: জেলা ও দায়রা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এ ট্রাইবুনালের বিচারক নিযুক্ত হবেন।

১০. প্রশ্ন: কয়জন বিচারক সমন্বয়ে ট্রাইবুনাল গঠিত হবে ?
উত্তর: একজন বিচারক সমন্বয়ে এ ট্রাইবুনাল গঠিত হবে।

১১. প্রশ্ন: প্রত্যেক জেলায় কয়টি ট্রাইবুনাল থাকবে ?
উত্তর: প্রত্যেক জেলাসদরে একটি ট্রাইবুনাল থাকবে। প্রয়োজনে সরকার উক্ত জেলায় একাধিক ট্রাইবুনালও গঠন করতে পারবে।

১২. প্রশ্ন: আমলযোগ্য অপরাধ কী ?
উত্তর: আমলযোগ্য বা বিচারার্থে গ্রহণীয় (cognizable) অপরাধ বলতে সেইসব অপরাধকে বুঝায়, যে ক্ষেত্রে পুলিশ বিনা পরোয়ানায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারে।

১৩. প্রশ্ন: 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০' - এর অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ কি আমলযোগ্য ?
উত্তর: এ আইনের অধীন দণ্ডনীয় সকল অপরাধ আমলযোগ্য বা বিচারার্থে গ্রহণীয়।

১৪. প্রশ্ন: অপরাধের অভিযোগ কার নিকট করতে হবে ?
উত্তর: এ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ পুলিশের নিকট দায়ের করতে হবে। পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর কিংবা তার উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত অভিযোগ বিচারের জন্য গ্রহণ আমলযোগ্য।

১৫. প্রশ্ন: কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাজিস্ট্রেটের করণীয় কী ?
উত্তর: যদি কেউ এ ধরনের কোনো মামলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দায়ের করেন, তাহলে তাঁর (ম্যাজিস্ট্রেটের) উচিত হবে পুলিশ রিপোর্টের জন্য অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ করা। তিনি যদি উক্ত রিপোর্ট ব্যতীত পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অপরাধের বিষয়ের জন্য নথিটি বিশেষ ট্রাইবুনালে প্রেরণ করেন তাহলে পদ্ধতিগত কারণে মামলাটি অচল হয়ে যাবে।

১৬. প্রশ্ন: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করা যাবে কী ?
উত্তর: অভিযোগকারী কোনো থানায় অভিযোগ দায়ের করতে ব্যর্থ হলে উপযুক্ত প্রমাণসাপেক্ষে তিনি মামলাটি সরাসরি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালে দায়ের করতে পারবেন। ট্রাইবুনাল উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধটি বিচারার্থে গ্রহণ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে ট্রাইবুনাল বিষয়টি অনুসন্ধানের পর ঘটনা প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রতিপন্ন হলে অপরাধ আমলে নিতে পারবে।

১৭. প্রশ্ন: নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত অপরাধে কি জামিন পাওয়া যাবে ?
উত্তর: না। এ সম্পর্কিত অপরাধসমূহ অজামিনযোগ্য। তবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার মতো যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকলে জামিন মঞ্জুর করা যাবে। আসামি যদি নারী বা শিশু বা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ হয় এবং তাকে জামিন মঞ্জুর করলে যদি ন্যায়বিচার বিঘ্নিত না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে উক্তরূপ আসামিকে জামিনে মুক্তি দেয়া যাবে। এরূপ ক্ষেত্রে জামিন মঞ্জুর করা বা না করা আদালতের বিবেচনামূলক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল।

১৮. প্রশ্ন: ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে কি ?
উত্তর: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের সকল রায় আপিলযোগ্য। দণ্ডাদেশ, খালাস কিংবা ট্রাইবুনালের যে কোনো আদেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে রায় প্রদানের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করতে হবে।

১৯. প্রশ্ন: কতদিনের মধ্যে বিচারকার্য শেষ করতে হবে ?
উত্তর: বিশেষ আদালতকে মামলাপ্রাপ্তির তারিখ থেকে ১৮০ দিনের মধ্যে বিচারকার্য সমাপ্ত করতে হবে।

২০. প্রশ্ন: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিচারকার্য শেষ করতে না পারলে করণীয় কী ?
উত্তর: কোনো মামলা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি না হওয়ার ক্ষেত্রে ট্রাইবুনালকে তার কারণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রতিবেদন ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের নিকট দাখিল করতে হবে। যার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। অনুরূপ ক্ষেত্রে পাবলিক প্রসিকিউটর ও সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাকেও এর কারণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রতিবেদন ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করতে হবে, যার একটি অনুলিপি সুপ্রীম কোর্টের নিকট প্রেরণ করতে হবে। পেশকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২১. প্রশ্ন: অভিযোগকারীর পক্ষে কে মামলা পরিচালনা করবে ?
উত্তর: ট্রাইবুনালে অভিযোগকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী ব্যক্তি হচ্ছে পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ।

২২. প্রশ্ন: পলাতক আসামিদের হাজির করার ক্ষেত্রে ট্রাইবুনালের ভূমিকা কী ?

উত্তর: অন্তত দুটি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় (খবরের কাগজে) প্রজ্ঞাপিত আদেশ কিংবা ট্রাইবুনাল যেরূপ মনে করে সেরূপ পদ্ধতিতে পলাতক বা আত্মগোপনকারী ব্যক্তিকে অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে ট্রাইবুনালের সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতে পারবে।

২৩. প্রশ্ন: জামিনে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি পলায়ন করলে তার বিচার কীভাবে হবে ?

উত্তর: যদি কোনো ব্যক্তি জামিনে মুক্তি পাবার পর পলায়ন করেন বা আদালতে হাজির হতে ব্যর্থ হয় তাহলে উক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করে তার অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হতে পারবে। এরূপ ক্ষেত্রে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন প্রকাশের প্রয়োজন নেই।

২৪. প্রশ্ন: রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার করা যাবে কি ?

উত্তর: কোনো ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিংবা ট্রাইবুনাল স্বীয় বিবেচনায় অপরাধের বিচার কার্যক্রম রুদ্ধদ্বার কক্ষে সম্পন্ন করতে পারবে।

২৫. প্রশ্ন: শিশু অপরাধী কিংবা শিশু সাক্ষীর ক্ষেত্রে কোন আইন অনুসরণ করতে হবে ?

উত্তর: কোনো শিশু এ আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে বা উক্ত অপরাধের সাক্ষী হলে তার ক্ষেত্রে 'Children Act 1974 (XXXIX of 1974' - এর বিধানাবলি যতদূর সম্ভব অনুসরণ করতে হবে।

২৬. প্রশ্ন: ট্রাইবুনাল প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশ কে অনুমোদন করবে ?

উত্তর: কোনো ট্রাইবুনাল মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলে সংশ্লিষ্ট মামলার নথিপত্র অবিলম্বে হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। তবে উক্ত বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাবে না।

২৭. প্রশ্ন: দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি কী ?

উত্তর: এরূপ অপরাধের শাস্তি নিম্নরূপ:

- যদি কোনো ব্যক্তি দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোনো নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে বা আহত করে যার ফলে নারী বা শিশুর দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, মুখমণ্ডল বা যৌনাঙ্গ বিকৃত বা নষ্ট হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে,
- যদি নারী বা শিশুর কোনো অঙ্গ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক চৌদ্দ বছর কিন্তু অন্যূন সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে, এবং
- যদি কোনো ব্যক্তি দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ কোনো নারী বা শিশুর উপর নিক্ষেপ করে বা নিক্ষেপের চেষ্টা করে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি তার উক্ত কাজের ফলে সংশ্লিষ্ট নারী বা শিশুর শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনোভাবে কোনো ক্ষতি না হলেও, অনধিক সাত বছর কিন্তু অন্যূন তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন

২৮. প্রশ্ন: নারী পাচার ও পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য বা নিয়োজিত করার শাস্তি কী ?

উত্তর: যদি কোনো ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা বেআইনি বা নীতিগর্হিত কোনো কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে নারীকে বিদেশ থেকে আনয়ন করে বা বিদেশে পাচার অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করে বা নারীকে ভাড়ায় বা অন্য কোনোভাবে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করে বা অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্যে নারীকে তার দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখে তাহলে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক বিশ বছর কিন্তু অন্যূন দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড হবে।

২৯. প্রশ্ন: শিশু পাচারের শাস্তি কী ?

উত্তর: যদি কোনো ব্যক্তি বেআইনি বা নীতিগর্হিত কোনো কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোনো শিশুকে বিদেশ থেকে আনয়ন করে বা বিদেশে পাচার অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করে বা অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্যে কোনো শিশুকে তার দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখে তাহলে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড হবে।

৩০. প্রশ্ন: নবজাতক শিশু চুরির শাস্তি কী ?

উত্তর: কোনো ব্যক্তি নবজাতক শিশুকে হাসপাতাল, শিশু বা মাতৃসদন, নার্সিং হোম, ক্লিনিক ইত্যাদি বা সংশ্লিষ্ট শিশুর হেফাজত থেকে চুরি করলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড হবে এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড হবে।

৩১. প্রশ্ন: নারী ও শিশু অপহরণের শাস্তি কী ?

উত্তর: যদি কোনো ব্যক্তি পাচার, পতিতাবৃত্তি বা বেআইনি বা নীতিগর্হিত কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নারী বা শিশুকে অপহরণ করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনধিক চৌদ্দ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৩২. প্রশ্ন: মুক্তিপণ আদায়ের শাস্তি কী ?

উত্তর: যদি কোনো ব্যক্তি মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোনো নারী বা শিশুকে আটক করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৩৩. প্রশ্ন: ধর্ষণের শাস্তি কী ?

উত্তর: যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৩৪. প্রশ্ন: ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যুর শাস্তি কী ?

উত্তর: কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ষণ বা উক্ত ধর্ষণ - পরবর্তী তার অন্যবিধ কার্যকলাপের ফলে ধর্ষিতা নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৩৫. প্রশ্ন: পুলিশ হেফাজতে কোনো নারী ধর্ষিতা হলে পুলিশের শাস্তি কী ?

উত্তর: যদি পুলিশ হেফাজতে কোনো নারী ধর্ষিত হয়, তাহলে যাদের হেফাজতে থাকাকালে উক্ত ধর্ষণ সংঘটিত হয়েছে, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হলে, হেফাজতের ব্যর্থতার জন্য অনধিক দশ বছর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অন্যূন দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৩৬. প্রশ্ন: ধর্ষণের ফলে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান কী ?

উত্তর: ধর্ষণের কারণে কোনো সন্তান জন্মলাভ করলে নিম্নোক্ত বিধান কার্যকর হবে:

- উক্ত সন্তানকে তার মাতা কিংবা তার মাতৃকুলীয় আত্মীয়স্বজনের তত্ত্বাধানে রাখা যাবে,
- উক্ত সন্তান তার পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ের পরিচয়ে পরিচিত হবার অধিকারী হবে, এবং
- উক্ত সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয় রাষ্ট্র বহন করবে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয় তার বয়স একুশ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রদেয় হবে। তবে একুশ বছরের অধিক বয়স্ক কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এবং পঙ্গু সন্তানের ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় ভরণপোষণের যোগ্যতা অর্জন করা না পর্যন্ত প্রদেয় হবে।

৩৭. প্রশ্ন: যৌনপীড়নের শাস্তি কী ?

উত্তর: যদি কোনো ব্যক্তি অবৈধভাবে তার যৌনকামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তার শরীরের যে কোনো অঙ্গ বা কোনো বস্তু দ্বারা নারী বা শিশুর যৌনাঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করে বা কোনো নারীর শ্লীলতাহানি করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বছর কিন্তু অন্যূন তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড দণ্ডিত হবে।

৩৮. প্রশ্ন: নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনার শাস্তি কী ?

উত্তর: কোনো নারীর সম্মতি ব্যতীত বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত কার্য দ্বারা সম্ভ্রমহানি হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণে কোনো নারী আত্মহত্যা করলে উক্ত ব্যক্তি ঐ নারীকে অনুরূপ কার্য দ্বারা আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করার অপরাধে অনধিক দশ বছর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৩৯. প্রশ্ন: যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শাস্তি কী ?

উত্তর: যদি কোনো নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে কিংবা উক্ত নারীকে মারাত্মক বা সাধারণ জখম করে তাহলে উক্ত স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির নিম্নরূপ শাস্তি হবে:

- মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদণ্ডে বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে,
- মারাত্মক জখম করার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক বার বছর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে, এবং
- সাধারণ জখম করার জন্য অনধিক তিন বছর কিন্তু অন্যূন এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৪০. প্রশ্ন: ভিক্ষাবৃত্তি বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে শিশুকে অঙ্গহানি করার শাস্তি কী ?

উত্তর: যদি কোনো ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো শিশুর অঙ্গ বিনষ্ট, বিকলাঙ্গ বা বিকৃত করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৪১. প্রশ্ন: সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে কোন ধরনের বাধা-নিষেধ রয়েছে ?

উত্তর: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে বর্ণিত অপরাধের শিকার হয়েছে এরূপ নারী বা শিশুর ব্যাপারে সংঘটিত অপরাধ বা তদ্‌সম্পর্কিত আইনগত কার্যধারার সংবাদ, তথ্য, নাম-ঠিকানা বা অন্যবিধ তথ্য সংবাদপত্র বা অন্য কোনো সংবাদমাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাবে যাতে উক্ত নারী বা শিশুর পরিচয় গোপন থাকে।

৪২. প্রশ্ন: সংবাদমাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের শাস্তি কী ?

উত্তর: সংবাদমাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকে অনধিক দুই বছর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৪৩. প্রশ্ন: অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতি কী ?

উত্তর: অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট বা তার বিদ্যমান সম্পদ বা তার মৃত্যু পরবর্তী রক্ষিত সম্পদ থেকে আদায় করে অপরাধের দরুন যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে তার উত্তরাধিকারীকে বা, ক্ষেত্রমত, যে ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই ব্যক্তিকে বা সেই ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে তার উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হবে। অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট বা তার বিদ্যমান সম্পদ থেকে আদায় করা সম্ভব না হলে, ভবিষ্যতে তিনি যে সম্পদের অধিকার হবে সে সম্পদ থেকে আদায়যোগ্য হবে।

৪৪. প্রশ্ন: অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের ক্ষেত্রে কে অর্থ আদায় করবে ?

উত্তর: সংশ্লিষ্ট জেলার কালেক্টর ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করবেন। এক্ষেত্রে ট্রাইবুনাল কালেক্টরকে অপরাধীর স্থাবর বা অস্থাবর কিম্বা উভয়ধরনের সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতক্রমে ক্রোক ও নিলাম বিক্রয় বা ক্রোক ব্যতীত সরাসরি নিলামে বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ ট্রাইবুনালে জমা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করতে পারবে। ট্রাইবুনাল উক্ত অর্থ অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

৪৫. প্রশ্ন: মিথ্যা মামলা কিংবা ভুল অভিযোগ দায়েরের শাস্তি কী ?

উত্তর: যদি কোনো ব্যক্তি কারোর ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে এ আইনের অন্য কোনো ধারার অধীন মামলা বা অভিযোগ করার জন্য ন্যায্য বা আইননানুগ কারণ ব্যতীত মামলা বা অভিযোগ দায়ের করে বা করান তাহলে মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী এবং তার পক্ষের ব্যক্তি অনধিক সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৪৬. প্রশ্ন: নারী বা শিশুকে কখন নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা যাবে ?

উত্তর: 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০' - এর অধীন কোনো অপরাধের বিচার কালে যদি ট্রাইবুনাল সাব্যস্ত যে কোনো নারী বা শিশুকে নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখা প্রয়োজন, তাহলে ট্রাইবুনাল উক্ত নারী বা শিশুকে কারাগারের বাইরে ও সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থানে সরকারি কর্তৃপক্ষের হেফাজতে বা ট্রাইবুনালের বিবেচনায় যথাযথ কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিতে পারবে।

৪৭. প্রশ্ন: এই আইনে কোনো অপরাধের তদন্ত কতদিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে ?

উত্তর: অপরাধী তৎক্ষনাৎ ধরা পড়লে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তা তদন্ত করতে হবে। অন্যথায়, তদন্তের আদেশ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে ।

৪৮. প্রশ্ন: এই আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন্ অবস্থায় জামিন পাবেন না ?
উত্তর: নিম্নোক্ত অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন পাবেন:

- অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আবেদনের ক্ষেত্রে অভিযোগকারী পক্ষ শুনানির সুযোগ না পেলে, এবং
- ট্রাইব্যুনাল যদি মনে করে, অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষী হবার যথেষ্ট কারণ বা যুক্তি রয়েছে।

৪৯. প্রশ্ন: এই আইনে মামলার বিচারকালে বিচারক বদলির ক্ষেত্রে কি হবে ?
উত্তর: মামলার বিচারের সময় বিচারক বদলির ক্ষেত্রে নতুন নিযুক্ত বিচারক যে পর্যন্ত মামলার বিচার হয়েছে সেখান থেকে শুরু করবেন।

৫০. প্রশ্ন: মামলার বিচারের সময় বিচারক বদলি হলে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কী হবে ?
উত্তর: আগের বিচারক যে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন তা কার্যকর থাকবে। তবে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নব নিযুক্ত বিচারক পুনরায় সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারবেন।

৫১. প্রশ্ন: ট্রাইবুনাল কি অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে পারবে ?
উত্তর: হ্যাঁ।

৫২. প্রশ্ন: ট্রাইবুনাল কী কারো নিকট জবাবদিহি করবে ?
উত্তর: হ্যাঁ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মামলা নিস্পত্তি করতে না পারলে তার কারণ ৩০ দিনের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টকে জানাতে হবে। সেক্ষেত্রে মামলা অনিস্পত্তির কারণ সম্বোলিত একটি কপি সরকারকে সরবরাহ করবে।

৫৩. প্রশ্ন: অপরাধের শিকারগ্রস্ত ব্যক্তির কী কোনো মেডিকেল পরীক্ষা হবে ?
উত্তর: হ্যাঁ। সরকারি হাসপাতাল বা এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত কোনো বেসরকারি হাসপাতালে অপরাধের শিকার ব্যক্তির মেডিকেল পরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে।

৫৪. প্রশ্ন: মেডিকেল পরীক্ষার ক্ষেত্রে কর্তব্যরত ডাক্তারের কর্তব্য কী ?
উত্তর: কর্তব্যরত ডাক্তার মেডিকেল পরীক্ষায় নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবেন:

- অতিদ্রুত যাবতীয় পরীক্ষা সম্পন্ন করণ,
- পরীক্ষা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট যথাযথ ব্যক্তিকে প্রদান, এবং
- অপরাধের বিষয়টি স্থানীয় থানাকে অবহিত করা।

তথ্যসূত্র:

- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন এবং যৌতুক নিরোধ আইন, মুহম্মদ সাইফুল আলম, বাংলাদেশ আইন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫
- পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫,
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধন ২০০৩)
- নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫,
- ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন, মো. শাহ আলম, বুক সিন্ডিকেট, ঢাকা